ওয়াশিংটন বাংলা
The Washington Bangla
First & only Bangla Newspaper from Washington DC
WB

Tuesday July 29, 2008 Vol: 01, Issue: 02

বাহরে বাহ্ মঈনুদ্দীন, বাহরে বাহ্ ফখরুদ্দীন!

অরপি আহমেদ

নেত্রীকে প্রথমে দেশে যাইতে দিবেননা। পরে নেত্রী জোর কদমে দেশে গিয়া পৌছিল। তাহার কিছু পরে দূর্ণীতির দায়ে জেলে নিলেন নেত্রীকে। দশ মাস ধরিয়া তাহাকে কবুতর আর বাঁন্দরের সাহিত থাকিতে হইল। দূর্ণীতির দায়ে আটক নেত্রী কবুতর আর বান্দরের সহিত থাকিতে থাকিতে তাহার চক্ষু আন্ধা হইতে শুরু করিল, এবং পরে তিনি ধ্যান্দাও হইতে লাগিলেন। পরে চিকিৎসার নামে তিনাকে আবার দশ মাস পরে বিদেশে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে যে দূর্ণীতির অভিযোগ আনিলেন তাহার কি হইল জনাব? যুদ্ধাপরাধী রাজাকার আলবদর ধর্ম ব্যাবসায়ী মইত্যা রাজাকার নামে খ্যাত নিজামীকে ছাড়িয়া দিলেন। রাজাকার আল-বদরের সদস্যরা নারায়ে তকবির দিয়া মইত্যা রাজাকার নামে খ্যাত মইত্যা রাজাকারের গলায় ফুলের মালা দিয়া মইত্যা রাজাকারকে নিয়া সারা শহর দাবড়াইয়া বেড়াইল আর জোর গলায় আপনাদেরকে উৎখাত করার কথা বলিল, বেগমের মুক্তি দাবী করিল। বড়ই আচ্চানক কথা। মঈনউদ্দীন আর ফখরুদ্দীনের সরকার বসিয়া বসিয়া শুধু তামাশা দেখিল।

দূর্ণীতির বরপুত্র কোকোকেও ছাড়িয়ে দিলেন চিকিৎসার জন্য। ছেলের মুক্তিতে বেগম জিয়া দুই রাকাত শোকারানা নফল নামাজ আদায় করিয়াছেন বলিয়া পত্রিকায় খবর বাহির হইয়াছে। কিন্তু সাধারন মানুষ যে শংকিত হইতে শুরু করিয়াছে সেই ব্যাপারে মঈনউদ্দীন আর ফখরুদ্দীনের সরকারের কেউ কি ভাবিয়াছে? নাকি সরকারের কোন বোধদয় হইয়াছে? কেনইবা দূর্ণীতির অভিযোগ আনিলেন, আবার কেনইবা তামাশা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন বুঝিতে সাধারন জনগনের নাভিশ্বাস উঠিতে শুরু করিয়াছে। উপরন্তু উপদেষ্টা জিল্লুর রহামান বলিয়াছেন বিএনপি চেয়ারপারসন দূর্ণীতির মাহরানী খালেদা জিয়া ও দূর্ণীতির রাজপুত্র তারেক রহমানকেও মুক্তি দিতে সরকার কাজ করিতেছে। মাশোআল্লাহ জিল্লুর সাহেব। সোবহান আল্লাহ জনাব মঈনউদ্দীন, মারহাবা জনাব ফখরুদ্দীন! তো আপনাদের সরকার যদি এইসব দূর্ণীতিবাজদের ছাড়িয়া দিবার জন্য লাইন দিয়া কাজ শুরু করিয়া দিবেন তাহা হইলে এইসব দূর্ণীতিবাজদেরকে দূর্ণীতির দায়ে গ্রেফতার কেনইবা করিলেন জনাব। দেশবাসীর সামনে কেন তামাশা করিলেন? দেশবাসীকে নিয়া সবাই তামাশা করিয়াছে। কিন্তু মানুষ ভাবিয়াছিল আপনারা বোধহয় তাহা করিবেন না। কিন্তু কি হইল? যে লাউ সেই কদুতেই অবশেষে পরিনত হইল আপনাদের সরকার। জনগনের জন্য আর কি কি তামাশা সামনে আছে জনাব ফখরুদ্দীন এবং জনাব মঈনুদ্দীন? বাহরে বাহ্ মইনুদ্দীন, বাহরে বাহ ফখরুদ্দীন! রাখিয়াছ বাঙ্গালী করিয়া, মানুষ করিবার চেষ্টা করিলেনা কোনদিন! দূর্ণীতিগ্রস্থ রাজনীতিবিদদের মত খাচলত গেলনা আপনাদেরও!

গত ৩৬ বছর ধরিয়া দূর্ণীতিবাজ রাজনীতিবীদদের দেশ সেবা দেখিতে দেখিতে বাংলার মানুষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জনগন আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল। দূর্ণীতিবাজ রাজনীতিবীদদের লুটপাট সন্ত্রাস আর দেশ দখল দেখিতে দেখিতে ৩৬ বছর পার হইবার পর ১/১১ আসিল। পরম করুনাময়ের অপার মেহেরবানীতে আপনারা আসিলেন। দেশ উদ্ধার করিবার কথা জনগনকে বলিলেন। দূর্ণীতিবাজ মুক্ত দেশ গড়িবার অঙ্গীকার করিলেন। দেশবাসী আবারো নুতন করিয়া স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিলেন। দেশে প্রবাসে সাধারন মানুষ আপনাদের জন্য দোয়া করিতে শুরু করিল যাহাতে আপনাদের মাধ্যমে জনগনের স্বপ্ন পুরন হয়। দূর্ণীতি মুক্ত হয়। আপনারা দূর্ণীতিবাজদেরকে ধরিলেন, জেলে দিলেন। কিছু দূর্ণীতিবাজের শাস্তিও শুনাইয়া দিলেন। সাধারন মানুষ তাহাদের স্বপ্ন হইতে শুরু হইতে দেখিল। অবশেষে দূর্ণীতিবাজ নেতা-নেত্রীদেরকে জেলে নিলেন, মামলা দিলেন। দেশের খেটে খাওয়া সাধারন মানুষের আশা আকাংখা আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। সাধারন জনগন বিশ্বাস করিতে শুরু করিল দেশকে রক্ষা করিতে এরাই পারিবে। মানুষ ভাবিতে লাগিল "মহান রাব্বুল আলামীন দেশটাকে রক্ষা করিয়াছে-এইবার দেশ সুন্দর হইবে"। সাধারন মানুষ আরো একবার স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিল। আইনের উর্ধ্বে চলিয়া যাওয়া দূর্ণীতিবাজ রাজনীতিবীদদেরকে জেলে নিলেন। সাধারন জনগন বলিল "এইবার বিচারপতিদের বিচার হইবে"।

কিন্তু হঠাৎ করিয়া কি শুরু করিয়া দিলেন আপনারা! জনাব মঈনুদ্দীন, জনাব ফখরুদ্দীন-এখন কি শুরু করিয়াছেন আপনারা? দেশকে আবার কোনদিকে নিয়ে যাইতেছেন? জনাব দেশে কি হইতেছে এইসব? হাজারো প্রশ্ন আবারো মানুষের মধ্যে জাগিতে শুরু করিয়াছে জনাব। যেখানেই যাই সেখানেই শুধু একই প্রশ্ন কি হচ্ছে দেশে? কোনদিকে যাচ্ছে দেশ? মাননিয় ফখরুদ্দীন মঈনুদ্দীন - বলিতে পারেন, কি কারনে সাধারন মানুষের মনে আপনাদেরকে নিয়া সংশয় দেখা দিতে শুরু করিল? শেখ হাসিনা মুক্তি পাইবার পর হইতেই একের পর এক নাটকীয় সব ঘটনা ঘটিতে শুরু করিয়াছে। আপনাদের সরকার দৃশ্যত তার এজেন্ডায় অনড় থাকিলেও এমন সব ঘটনা ঘটিতে শুরু করিয়াছে, যাহার সহিত সাধারন মানুষের আশা আকাংখার কোন মিল খুজিয়া পাওয়া দুস্কর হইয়া পড়িয়াছে। দেশে প্রবাসে সবচাইতে বেশি আলোচিত হইতেছে আদালতপাড়া নিয়ে। দু'সপ্তাহের ব্যবধানে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে দায়ের করা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর প্রায় ৫০টি মামলা স্থগিত করিয়াছে। সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা চারটি মামলার কার্যক্রম স্থগিত করিয়াছে। জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামী সহ চার দলের বেশ কয়েকজন নেতা হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন। প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা নিয়েও চাঞ্চল্যকর রায় দিয়েছে হাইকোর্ট।

হাইকোর্ট বলিয়াছে, "প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সংশ্লিষ্ট এবং জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কোন অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন না।" এর ফলে বর্তমান সরকারের আমলে জারি করা ৭২টি অধ্যাদেশের বেশির ভাগেরই বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। সর্বশেষ গত বুধবার সরকারের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় এটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার ফিদা এম কামালের পদত্যাগ আপনাদের সরকারের জন্য বড় আঘাত হিসেবে দেখা দিয়েছে। আপনাদের সরকারের নির্বাহী আদেশে গত বুধবার দূর্ণীতির দায়ে অভিযুক্ত আরাফাত রহমান কোকোকে দু'মাসের জন্য মুক্তি দেয়া হইয়াছে। উপদেষ্টা জিল্লুর রহমান বলিয়াছেন, রাজপুত্র তারেক রহমানও মুক্তি পাইবেন সহসাই।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা গত বুধবার জানিয়েছেন, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের মুক্তির বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। তবে কোকোর ক্ষেত্রে যেসব শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে, খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রে তেমনটি হলে তিনি যে মানবেন না তা স্পষ্ট। গুঞ্জন রহিয়াছে, হাসিনার মতো তিনিও বিদেশে যাইবেন। এমন আলোচনার পরই তার দু' পুত্রকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেয়া হইতেছে। তবে বিএনপি সূত্র স্পষ্ট করে জানিয়েছে, বিদেশ না যাওয়ার ব্যাপারে খালেদা জিয়া তার আগের সিদ্ধান্তেই অটল। সমঝোতার ফাঁদে পা রাখিয়া শেখ হাসিনা যে ভুল করিয়াছেন, জানিয়া শুনিয়া খালেদা জিয়া তাহা করিতে রাজি নন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটেরাদেরকে যাহারা বাক্স বাক্স ভরিয়া দেশের সম্পদ বিদেশের পাচার করিয়া দিয়াছিল তাহাদের একের পর এক মুক্তি দেশবাসীকে শংকিত করিয়া তুলিয়াছে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি মনজুরুল আহসান খান বলিয়াছেন, "রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পদ লুটপাটকারীদের একের পর মুক্তিতে দেশের জনগণ শঙ্কিত হয়ে পড়েছে"। গত বুধবার বিকেলে দলের ঢাকা কমিটির অষ্টম সম্মেলন উদ্বোধনকালে তিনি এই কথা বলেন। দলের সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, "বর্তমান সরকার ওয়ান ইলেভেনের আগের সরকারগুলোর নীতি অনুসরণ করায় দেশের মানুষের কোনো কল্যাণ হয়নি বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবস্থা আগের চাইতেও আরো বেশী খারাপ হইয়াছে"।

জনাব মহোদয়গন, আপনারা কি করিতেছেন বা করিতে চাহিতেছেন সাধারন জনগনকে একটু খুলিয়া বলুন। কিসের ভয়ে আপনারা দূর্ণীতিবাজদের রেহাই করিয়া দিতেছেন। আপনাদের ডর কিসের? দেশে আমুল পরিবর্তন আনিবার কথা বলিয়াছেন, বুকে সাহষ রাখিয়া সেইমতে কাজ করুন জনাব। দেশ হইতে দূর্ণীতিমুক্তি করিবেন বলিয়াছেন। জনগন বিশ্বাস করিয়াছে। জনগনের বিশ্বাসের উপর ভর করিয়া দূর্ণীতি, সন্ত্রাস, কালোটাকার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করুন। কে বড় কে ছোট, কে দেশনেত্রী আর কে জননেত্রী তাহা চিন্তা করিবার দরকার কি? চোর চোরই। সন্ত্রাসী সন্ত্রাসীই। একজন রাজাকার সে রাজাকারই। চোর লুটেরা সন্ত্রাসী খুনী হত্যাকারীদেরকে পাকড়াও করিয়া নির্ভয়ে তাহাদের জেলে দিন। তাহাদের শাস্তি শুনাইয়া দিন এবং প্রমান করিয়া দিন "আইন সবার জন্যই সমান-কেহই আইনের উর্ধ্বে নয়"। হোক না সে জননেত্রী, হোক না সে দেশনেত্রী। জনগন আপানদের পাশে আছে। সধারন জনগন আপনাদের পাশে থাকিবে।

দেশ হইতে সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী, দূর্ণীতিবাজদের দমন করিবার জন্য আরো সময় প্রয়োজন হইলে দিল খোলা করিয়া সাহষে সহিত জনগনকে বলুন "আমরা দেশে এই এই কাজগুলো করিতে চাই এবং এই কাজের জন্য আমাদের এতদিন সময় লাগিবে।" জনাব মঈনুদ্দীন জনাব ফখরুদ্দীন - জনগন আপনাদেরকে সময় দিতে দ্বিধা করিবেনা। জনগন দূর্ণীতিবাজ রাজনীতিবীদদেরকে তাহাদের দূর্ণীতি করিবার জন্য ৩৬ বছর সময় দিতে পারিয়াছিল। দূর্ণীতি আর দূর্ণীতিবাজদের দেশ হইতে দূর করিবার জন্য জনগন কি আপনাদেরকে ৬ বছরও সময় দিতে পারিবেনা এই কথাটি ভাবা ঠিক নয় জনাব! বাংলাদেশের সাধারন জনগন অবশ্যই আপনাদেরকে সময় দিবে জনাব। জনগনের উপর আস্থা রাখুন। সাহষ করিয়া সামনে আসুন। জনগনকে খোলাসা করিয়া বলুন। দেখিবেন জনগন আপনাদের পাশে আছে। জনগন দেশে দূর্ণীতি, সন্ত্রাস, কালোটাকা, কালো রাজনীতিবীদ আর দেখিতে চায়না। জনগন একটি সুন্দর বাংলাদেশ দেখিতে চায়। যেই বাংলাদেশে হরতাল, সন্ত্রাস, দূর্ণীতি থাকিবেনা। থাকিবেনা কোন কালো টাকার ছড়াছড়ি। যোগ্যতার ভিত্তিতে, মেধার ভিত্তিতে এবং যোগ্য ও শিক্ষিত মানুষেরাই দেশ চালাইবে। সন্ত্রাসী আর দূর্ণীবাজরা নয়। সাধারন মানুষের শুধু এই চাওয়া। সাহষ এবং সত্যের উপর ভর করিয়া জনগনের কাছে যান। জনগনকে বলুন। জনগনের মতামত নিন এবং জনগনের মতামতের গুরুত্ব দিয়া আল্লার নাম নিয়া দেশ হইতে দূর্ণীতি, সন্ত্রাস, দূর্ণীতিবাজ, সন্ত্রাস নির্মূলে নামিয়া পড়ুন। দেশে ও প্রবাসের সাধারন জনগন আপনাদের জন্য দোয়া করিবে। আপনাদের সাফল্য কামনায় নফল নামাজ আদায় করিবে। দূর্ণীতিবাজ পুত্র রেহাই পাইয়াছে বলিয়া দেশনেত্রীই কেবল দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়াছে। আর কেহই পড়েনাই। কারন দূর্ণীতিবাজদের জন্য শুধু দূর্ণীতিবাজ ছাড়া আর কাহারোই কোন দরদ নাই। জনগনকে বিশ্বাস করুন, জনগনের আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটাইবার জন্য কাজ করুন। সাহষ করিয়া জনগনের নিকট মুক্তকণ্ঠে বলুন। জনগন আপনাদের পাশে থাকিবে। যতদিন সময় লাগিবে ততদিনই জনগন আপনাদেরকে দিবে। আনেক কাজ বাকী আছে জনাব। দূর্ণীতিমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, হরতাল মুক্ত বাংলাদেশ গড়িতে হইবে জনাব। ছাত্রদেরকে পড়িতে দিতে হইবে। শিক্ষকদেরকে শুধু শিক্ষকতাই করিতে হইবে। দেশ চালানোর জন্য সৎ রাজনীতিবিদ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে অথবা সৎ রাজনীতিবিদ বানানোর জন্য স্কুল খুলিতে হইবে। বিশ্বায়নের দিকে বাংলাদেশকে নিয়া যাইতে হইবে। বহু কাজ বাকী আছে জনাব। জনগনের কাছে যান। জনগনকে এইসব কথা খোলাসা করিয়া বলুন। ইতিহাসে আপনাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হইবে। ভবিষ্যত প্রজন্ম আপনাদের কথা শুনিবে পড়িবে এবং বলিবে "এরাইত বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিনত করিয়াছিল, এরাইত আমার দেশের সোনার সন্তান।"

২০ জুলাই ২০০৮ - লেখক/ সাংবাদিক - আমেরিকা প্রবাসী

কবি নির্মলেন্দু গুণ-এর 'আত্মকথা ১৯৭১' গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

ভিওবিডি, ঢাকা থেকে- ২৬ জুলাই ২০০৮ বিকাল ৪ঃ০০ টায় বাংলাদেশের অন্যতম কবি নির্মলেন্দু গুণ-এর আলোচিত গ্রন্থ 'আত্মকথা ১৯৭১' গ্রন্থের এক প্রকাশনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সেগুনবাগিচাস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অডিটোরিয়ামে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এ. কে. খন্দকার, বীরউত্তম। নাট্যকার মামুনুর রশীদ-এর সভাপতিত্বে গ্রন্থের উপর আলোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, মোস্তফা মহসীন মন্টু ও প্রকাশক প্রকৌ. মেহেদী হাসান।

প্রধান অতিথি 'আত্মকথা ১৯৭১' বইটির ভূয়সী প্রসংশা করেন। তিনি বলেন, 'কবি নির্মলেন্দু গুণ-এর 'আত্মকথা ১৯৭১' মুক্তিযুদ্ধের একটি স্বচ্ছ দলিল। একাত্তরের একটি কাব্যগ্রন্থ। ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ। নির্মলেন্দু গুণকে ধন্যবাদ একাত্তর নিয়ে চমৎকার ও প্রয়োজনীয় একটি গ্রন্থ রচনার জন্য।' একটি চমৎকার বিশ্বমানের প্রোডাকশনের জন্য প্রকাশককেও ধন্যবাদ জানান তিনি। উল্লেখ্য যে, 'আত্মকথা ১৯৭১' প্রকাশ করে বাংলাপ্রকাশ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিশু সাহিত্যিক ফারুক হোসেন।